ভোরের কাগজ

তারিখ ... FEB 16 2000 ...
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম

40

হরতালেও জমজমাট বইমেলা

মানস ঘোষ : কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ালো না। ৩টা বাজতেই বইয়ের হাট খুলে দেওয়া হলো, প্রকাশকরা বসলেন যার যার স্টলে। বইপ্রেমিকরা তো শুরু থেকে ছিলেনই, বরং সন্ধ্যার আগে আগে সব বয়সের সব শ্রেণীর ক্রেতা-দর্শকের ভিড় অন্য আর একটি দিনের সঙ্গে গতকাল মঙ্গলবারের মেলার পার্থক্যটা ভুলিয়ে দিতে বাধ্য করে। সব মিলিয়ে হরতাল দিনের বইমেলাও ছিল জমজমাট।

স্বাভাবিকভাবেই বইয়ের কারবারিদের মুখেও হাসি। আজকালের হরতাল নিয়েও যেন তাদের শঙ্কা নেই। শুধু বিউটি বুক হাউসের জাহিদুল ইসলামের মনটা একটু খারাপ। বললেন, 'প্রতিবারই ১৪ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি— এই ৭ দিনই মেলায় আসল ক্রেতারা আসেন। হরতালের এই দিনগুলোতে হয়তো তাদের অনেককেই আমরা হারাবো'।

আগামী প্রকাশনীর ওসমান গনি বা অন্য প্রকাশের মাজহারুল ইসলামের মতটা অবশ্য ভিন্ন। তাদের বক্তব্য, 'হরতালেও যে বইমেলা চলতে পারে, গত বছর থেকেই সে ধারা তৈরি হয়ে গেছে। এ বছরও যদি এরকম নির্বিঘ্নে কাটে, সেক্ষেত্রে আগামীতে হয়তো মেলা সবসময়ই হরতালের আওতামুক্ত থাকবে।'

কাল ছাত্রলীগ কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মেলায় এসে বেশ কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে যান দুই প্রতিমন্ত্রী। এরা হলেন– অধ্যাপক আবু সাইয়িদ এবং ওবায়দুল কাদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও ছিলেন তাদের সঙ্গে। দুই প্রতিমন্ত্রীরই একটি করে বই বেরিয়েছে অন্যপ্রকাশ থেকে। সেখানে বসেই ওবায়দুল কাদের বললেন, 'হরতালেও মেলা চলছে, মানুষ আসছে, এটা দেখতেই ছুটে এলাম'।

মেলায় এসেছিলেন জনপ্রিয় ধারার উপন্যাস লেখক প্রণব ভট্ট। কর্মসূত্রে রাজশাহীতে থাকায় এবারের মেলায় তাকে দেখা যাচ্ছে না। এ মেলায় তার নতুন তিনটি বই পাষাণী (দিব্য), তুমি সুন্দর (দিব্য) এবং বলো তুমি কার (অন্যপ্রকাশ) ভালো চলছে বলে জানালেন প্রকাশকরাই।

কাল মেলায় আসা অসংখ্য নতুন বইয়ের মধ্যে আলোচনার তালিকায় ছিল আহমদ শরীফের 'কিছু বিশ্বাসের বাহ্যিক পুনর্বিবেচনা', প্রকাশিত হয়েছে আগামী থেকে। অপ্রকাশিত এই গ্রন্থটি মৃত্যুর পূর্বে আহমদ শরীফ কাউকে উৎসর্গ করে যেতে পারেননি। আরেকটি আলোচিত গ্রন্থ 'তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী' দ্বিতীয় খণ্ড। প্রতিভাস থেকে বের হওয়া গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ১৯৪৯ সালের শেষ ৩ মাস এবং ১৯৫০ সালের পুরো মাসের ইংরেজিতে লেখা ডায়েরির বাংলা অনুবাদ স্থান পেয়েছে।

কবি শামসুর রাহমানের বই প্রকাশ করে প্রতিবছর আলোচনায় আসে বিউটি বুক হাউজ। এ বছর তারা প্রকাশ করেছে কবির দুটি কবিতা গ্রন্থ 'নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে' এবং 'স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি'। দুটি বই-ই কাল মেলায় এসেছে।

মাওলা ব্রাদার্স কাল এনেছে উল্লেখযোগ্য আরো তিনটি বই। এগুলো হলো ড. মুহম্মদ ইউনূসের 'বাংলাদেশ ২০১০', জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর 'বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা : সংকট ও সম্ভাবনা' এবং সালাহউদ্দীন আহমদের 'বাংলাদেশ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ'। আলোচনায় আসা আরো দুটি বই হলো রফিকউল্লাহ খানের 'সত্যেন সেনের উপন্যাস বিষয় : স্বাতন্ত্র্য ও শিল্প চেতনা' (আফসার ব্রাদার্স) এবং ফরহাদ খানের 'বাংলা শব্দের উৎস অভিধান' (অবসর)। শাহীন আখতারের উপন্যাস 'পালাবার পথ নেই' প্রকাশ করেছে মাওলা ব্রাদার্স। নারীর নিজস্ব জীবনবোধ, মনন আর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা এই উপন্যাসটিতে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে।

নতুন বই, নতুন প্রকাশনা

কাল মেলায় আসা অন্য বইগুলো হলো— রাশেদ খান মেননের কলামগ্রন্থ 'রাজনীতির কথকতা' (মৃদুল প্রকাশন), ডঃ এস এ মালেকের 'অবরুদ্ধ গণতন্ত্রের দু'দশক' (নিউজ এন্ড ভিউজ), মাহজাবিন মিমির দুটি কবিতা গ্রন্থ 'সুনির্মিত বনবাস' ও 'চন্দ্রানুকূল' (প্রতিভাস), কবি আহসান হাবীবের শিশু-কিশোর সমগ্র (দিব্য), আনিসুল হকের কিশোর উপন্যাস 'প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে আমাদের বাসায় চোর আসে' (মাওলা), মহাদেব সাহার কবিতা 'ভালোবাসা প্রিয় ঝরাপাতা' (মাওলা), নাসির আহমেদের কবিতা 'ঝরা পাতার নৃত্যকলা' (অনন্যা), আবেদ খানের 'টক অব দ্যা টাউন' (অন্যপ্রকাশ), মুহাম্মদ জাকির হোসেনের কবিতা 'তবুও দুঃসময়' (কবির বুক সেন্টার), মনি হায়দারের গল্প গ্রন্থ 'প্রকৃত নায়ক' (ম্যাগনাম ওপাস), দর্পণ কবীরের কবিতা 'কষ্টের ধারাপাত' (ম্যাগনাম ওপাস), ফওজুল করিমের 'পরীবিবি ও রক্তাক্ত লালবাগ দুর্গ' (দিব্য)।

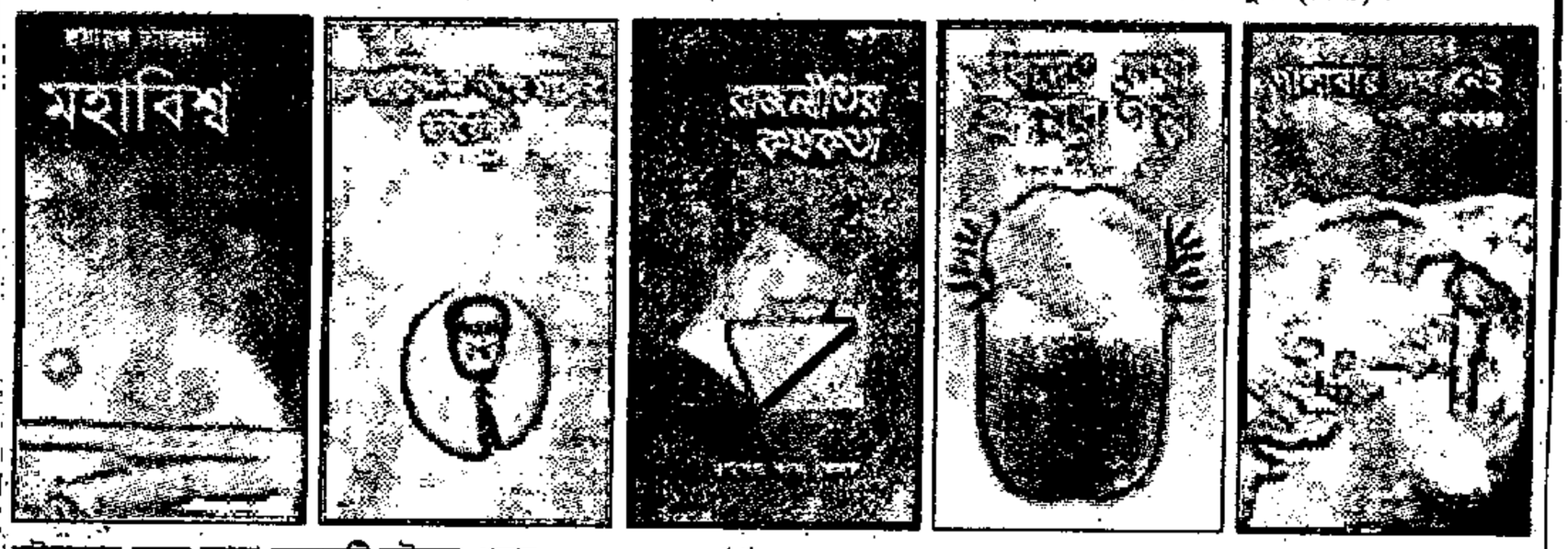

বইমেলায় নতুন আসা কয়েকটি বইয়ের প্রচ্ছদ —ভোরের কাগজ